দৈনিক
সংবাদ

16 JUN 2008

রাবিতে নতুন ভিসি নিয়োগে দেরী হওয়ায় প্রশাসনিক কাজে স্থবিরতা

রাবি সংবাদদাতা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. এম আলতাফ হোসেনকে জনস্বার্থে অপসারণ করা হয় শিক্ষামন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব মোঃ রইছ উদ্দিন স্বাক্ষরিত বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্ট্রার বরাবর ফ্যাক্সযোগে প্রেরিত এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে (নম্বর-শাঃ১৮/২ রাবি-১/৯৭/৩৪৭)। ওই প্রজ্ঞাপনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৭৩-এর ১১(২) ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মামনুনুল কেরামত তার নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে সম্পূর্ণ সাময়িকভাবে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করবেন বলে বলা হয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. এম আলতাফ হোসেনকে ভাইস চ্যান্সেলর পদ থেকে অপসারণ করার পর প্রো-ভিসি প্রফেসর ড. মামনুনুল কেরামতকে ভারপ্রাপ্ত ভিসি হিসেবে নিয়োগ দেয়ার পর তিনি একাই ভিসি-প্রো-ভিসির সব কার্যক্রম চালাচ্ছেন। তবে কাজে তিনি স্বস্তি পাচ্ছেন না বলে প্রশাসনের একটি উর্ধ্বতন সূত্রে জানা গেছে। ফলে প্রশাসনিক কার্যক্রমে স্থবিরতা নেমে এসেছে। রাবিতে খুব শীঘ্রই ভিসি নিয়োগ দেয়া হবে এমন আশ্বাসে অনেক প্রভাবশালী শিক্ষক বেশ কিছুদিন ধরে সংশ্লিষ্টদের সাথে যোগাযোগও রক্ষা করে চলছিল বলে গোয়েন্দা সূত্রে ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সূত্রে জানা যায়। ভারপ্রাপ্ত ভিসি হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে প্রফেসর ড. মামনুনুল কেরামত শুধু অতিসিয়াল কাজ করছেন। অর্থবছরের শেষের দিকে পরবর্তী বছরের জন্য কি পরিকল্পনার প্রয়োজন সংশ্লিষ্টরা অবহিত করলেও তিনি উদ্যোগ নিচ্ছেন না। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল দফতর সার্বক্ষণিক ব্যস্ত থাকার কথা থাকলেও প্রশাসন ভবনে একেবারে চাঞ্চল্য নেই। সূত্র জানায়, প্রো-ভিসি থাকাকালীন ড. মামনুনুল কেরামত ক্যাম্পাস ঘুরে ঘুরে অনেক কাজ করেছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের জন্য তিনি নিয়মিত তাগিদও দিয়েছেন। সূত্র জানায়, কর্মঠ এ ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ সাময়িকভাবে দায়িত্ব দেয়ায় কোন উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারছেন না। সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের এ স্থবিরতা কাটিয়ে উঠতে খুব তাড়াতাড়ি ভিসি নিয়োগের বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া দরকার। গ্রহণযোগ্য শিক্ষককে ভিসি হিসেবে বাছাই করলে ক্যাম্পাসে চাঞ্চল্য ফিরে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। সূত্র মতে, ভিসি হওয়ার জন্য যাদের নাম জোরেসোরে শোনা যাচ্ছিল তারা হলেন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন সদস্য প্রফেসর ড. এ এইচ এম জেহাদুল করিম, প্রফেসর মু. ইকবাল জুবেরী, ড. মোঃ একরামুল হক। বর্তমান শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর ড. জিল্লুর রহমান, প্রফেসর ড. আব্দুর রহমান সিদ্দিকী। এছাড়াও প্রফেসর আফরাউজ্জামান খান চৌধুরি, বাংলাদেশ একাডেমিক অব সায়েন্স পদকপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী, আইআইইউসি'র (ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি চিটাগং) সাবেক ভিসি প্রফেসর একেএম আব্দুহারুল ইসলাম। এদের সবাইকেই সে সময়ে ক্যাম্পাসে আনাগোনা করতে দেখা গেলেও বর্তমানে আর কারও তৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। এদিকে প্রশাসনিকভাবে ভিসি নিয়োগের কোন খবর জানা যাচ্ছে না। ভিসি-নিয়োগ নিয়ে ক্যাম্পাসেও কিছুদিন নানা গুঞ্জন শোনা গেলেও বর্তমানে নীরব আছে। ক্যাম্পাসের বিভিন্ন মহলের সাথে যোগাযোগ করে জানা গেছে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এই মুহূর্তে কোন ভিসিই নিয়োগ দেয়া ঠিক নয়। সরকার এ সময়ে নিয়োগ দিলে ক্যাম্পাসে অস্থিতিশীল পরিবেশের সৃষ্টি হতে পারে। তবে ওই মহলটি মনে করেন, যদি নিয়োগ দিতেই হয় তাহলে অবশ্যই যোগ্যতার মাপকাঠি দেখে নিয়োগ দিতে হবে। যারা বিতর্কিত ও রাজনৈতিক নেতা বলে পরিচিত তাদের কখনই নিয়োগ দেয়া ঠিক হবে না।